চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে নৌকা পেতে ফরম নিলেন ১৬ নেতা-কর্মী

চতুর্থবারের মত (আলমডাঙ্গা-চুয়াডাঙ্গা)-১ আসনে এমপি হবার লক্ষ্যে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুন। এবার বিদ্রোহী দল বিএনপি নির্বাচনে না আসায় ক্ষমতাসীন দল আওয়ামীলীগের মধ্যে গ্রুপভিত্তিক একাধিক নেতা-কর্মীরা মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছে।

বিগত নির্বাচনে ৩/৪ জন ফরম সংগ্রহ করলেও এবার নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নৌকার আশায় ১৬ জন মনোনয়ন পত্র তুলেছেন। এর মধ্যে ব্যবসায়ী, চিকিৎসকও রয়েছে।

প্রার্থীরা হলেন- ৪র্থ বার মনোনয়ন ফরম তুলেছেন (আলমডাঙ্গা- চুয়াডাঙ্গা)-১ আসনের বর্তমান সাংসদ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আসাদুল হক বিশ্বাস, কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপকমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা, কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপকমিটির সদস্য এমএ রাজ্জাক খান, কেন্দ্রীয় যুবলীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম মেম্বার শেখ সামসুল আবেদীন খোকন, জেলা যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার, বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি সাবেক সংরক্ষিত আসনের এমপি শিরিন নাঈম পুনম, চুয়াডাঙ্গা আওয়ামী যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভীন, ঢাকা মহানগর উত্তরের স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক এ এইচ এম কামরুজ্জামান সুমন, কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য জুবায়ের আহমেদ সাব্বির, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক ডাঃ মাহবুব হোসেন মেহেদী, বাংলাদেশ কৃষক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নাজমুল হক পানু, চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহবায়ক ওবাইদ্রু রহমান চৌধুরী জিপু, আলমডাঙ্গার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন, কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান, আওয়ামীলীগ নেতা জেমস অলোক চৌধুরী।

বর্তমান সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুনের বরাত দিয়ে

নেতা-কর্মীরা জানান, একটানা ৩য় বারের মত চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। আবারো ৪র্থ বার নৌকা পাবার আশায় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। তার দায়িত্বপালনে এ অঞ্চলে উন্নয়নে ব্যাপক ভুমিকা রেখেছেন। চিকিৎসা, শিক্ষা ও সড়ক পথগুলো আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ভিক্ষুক মুক্ত জেলার পাশাপাশি শতভাগ ভুমিহীনদের সরকারি জায়গা ও ঘর বরাদ্দ দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপকমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা বলেন, করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) আক্রান্ত সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। প্রতিবন্ধী নারী-পুরুষসহ শিশুদের হুইল চেয়ার দিয়েছি। বিভিন্ন মসজিদ, মন্দিরে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি অস্বচ্ছল মানুষের সহযোগীতা করা হয়েছে।
তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের উন্নয়নমূলক প্রচারণা করা হচ্ছে। দলীয় মনোনয়ন পেলে এজেলাকে স্মার্ট (আলমডাঙ্গা-চুয়াডাঙ্গা) গড়ে তুলবো।

কেন্দ্রীয় যুবলীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম মেম্বার শেখ সামসুল আবেদীন খোকন জানান, দীর্ঘদিন প্রার্থী হতে তৃণমূল নেতাদের নিয়ে ব্যাপক প্রচার চালায়। বিভিন্ন এলাকায় সভা করছেন এবং তৃণমূলের নেতাকর্মীকে নানাভাবে সহযোগিতা করছেন। তিনি বলেন, দলে কোনো গ্রুপিং নেই। যেহেতু দলের অনেকে এমপি প্রার্থী হতে চান, তাই সরকারের উন্নয়নকাজের প্রচার পৃথকভাবে করা হয়। দল যাঁকেই মনোনয়ন দেবে, তাঁর পক্ষেই সবাই কাজ করবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহবায়ক ওবাইদ্রু রহমান চৌধুরী জিপু তিনিও কার্যক্রম চালাচ্ছেন পৃথকভাবে। মনোনয়ন ফরম কিনেছেন । তবে তিনি বলছেন, দলে একাধিক নেতা-কর্মীরা মনোনয়ন প্রত্যাশী হয়েছেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক ডাঃ মাহবুব হোসেন মেহেদীও দলের মনোনয়ন ফরম কিনেছেন। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দলের জন্য কাজ করছেন। দল এর মূল্যায়ন নিশ্চয়ই করবে। ইতিপূর্বেও তিনি দলের মনোনয়ন চেয়েছেন।

আলমডাঙ্গার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন নিজের একটি বলয় নিয়ে রাজনীতিতে সক্রিয়। তিনি এবার প্রথম দলের মনোনয়ন চাইছেন।

মেহেরপুরের দুটি আসনে লড়ছেন ২৯ জন

আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রির প্রথম দুদিনে মেহেরপুরের দুটি আসনে নৌকার মাঝি হতে ২৯ জন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে ফরম সংগ্রহ করেছেন ১৪ জন ও মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে ফরম সংগ্রহ করেছেন ১৫ জন। এ নিয়ে দুদিনে দুটি আসনে ২৯ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।

মেহেরপুর-১ আসনে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন তাঁরা হলেন- জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলী, জিয়া উদ্দিন বিশ^◌াস, আব্দুল মান্নান (ছোট), অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, স্বাধীনতা ঘোষক এম এ হান্নানের ছেলে সৈয়দ মাহফুজ হান্নান, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীনের ছেলে তানভির আহমেদ, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা অ্যাড. আমজাদ হোসেন।

মেহেরপুর-২ আসনে আওয়মী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন বর্তমান সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন, সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. শফিকুল আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল আলম স্বপন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নুরজাহান বেগম, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. নাজমুল হক সাগর, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেসুর রহমান মকুল, সাবেক ছাত্র নেতা রিয়াজ উদ্দিন, গাংনী উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রাশিদুল হক জুয়েল, সাবেক অতিরিক্ত সচিব আশরাফুল আলম, জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, কাথুলী

ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ গোলাম সাকলায়েন ।

প্রসঙ্গত, আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মনোনয়ন পত্র বিক্রয় করা হয় গত শনিবার থেকে গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত। আগামী কাল বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ডের সভায় প্রার্থী চুড়ান্ত হওয়ার কথা রয়েছে।

কুষ্টিয়ায় অসুস্থ শহর শ্রমিক লীগের সভাপতি পাশে জেলা শ্রমিক লীগের নেতারা

অসুস্থ হয়ে নিজ বাড়ীতে চিকিৎসাধীন কুষ্টিয়া শহর শ্রমিক লীগের সভাপতি দেওয়ান মাসুদুর রহমান স্বপনকে দেখতে গেছেন জাতীয় শ্রমিকলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য ও কুষ্টিয়া জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আমজাদ আলী খান।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শহরের জিকে এলাকার বাসায় শ্রমিকলীগের নেতারা এই নেতার শরীরের অবস্থা এবং চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। তারা অসুস্থ এই নেতার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, দেওয়ান মাসুদুর রহমান স্বপন বেশ কিছুদিন ধরে শারীরীক জটিলতাসহ বিভিন্ন রোগে শোকে ভুগছিলেন।

এসময় মহিলা শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মেহেরুন্নেসা বিউটি, জেলা শ্রমিক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক বাদশা আলমগীর, সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক তরিকুল হাসান মিন্টু, জেলা শ্রমিক লীগের সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ও শহর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হোসেন, সহ ক্রিড়া সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, জেলা যুব শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব শরিফুল ইসলাম রিপন, সহ-সমাজ কল্যাণ সম্পাদক

খামিনি আহমেদ, নির্বাহী সদস্য আসাদুল হক সহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শ্রমিকলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য ও কুষ্টিয়া জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আমজাদ আলী খান বলেন, তাঁর সুস্থতার জন্য কুষ্টিয়াবাসীর সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন। যাতে করে আল্লাহ তাকে দ্রুত সুস্থতা দান করেন।

কুষ্টিয়ায় হাতুড়ি পিটিয়ে ভাঙা হলো বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল

কুষ্টিয়ায় আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের নির্দেশে হাতুড়ি পিটিয়ে ভাঙা হলো বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিনন্দন ম্যুরাল। জেলা পরিষদের নির্মাণাধীন বহুতল ভবনবিশিষ্ট শপিং কমপ্লেক্স চত্বরে প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে সম্প্রতি নির্মিত দৃষ্টিনন্দন ম্যুরালটি ভেঙে চুর্ন-বিচুর্ন করার পর তা অপসারণ করা হয়। এতে খোদ দলীয় নেতা-কর্মীসহ শহরবাসীর মধ্যে দারুণ ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, শহরের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত থানপাড়া এলাকায় কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের পুরাতন অফিস ভবন অপসারণ করে ঐ স্থানে ২০১৮ সালে তৎকালীন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম ১৪তলা ভবনবিশিষ্ট আধুনিক শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ শুরু করেন। ইতিমধ্যে প্রকল্পটির প্রায় ৯০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

এ ছাড়া নির্মাণাধীন শপিং কমপ্লেক্সের পূর্বদিকের উন্মুক্ত স্থানে নির্মাণ করা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ম্যুরাল। কিন্তু পরবর্তীতে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদ বর্তমান চেয়ারম্যান সদর উদ্দিন খান বহুতল ঐ ভবনের পূর্বপাশসহ নির্মিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালের পেছন দিকে নকশাবহির্ভূত ৬/৭টি একতলা দোকান-ঘর নির্মাণ করে তা বরাদ্ধ দেন। শুধুমাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সাধনে নকশাবহির্ভূত ঐ দোকানগুলোর সামনে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল থাকায় যাতায়াতের পথটি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নির্দেশে নিয়োজিত শ্রমিকরা গত তিন দিন যাবৎ বড় হাতুড়ি পিটিয়ে ম্যুরালটি পুরোপুরি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। অবশ্য ঐ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আত্মরক্ষার জন্য নির্মাণাধীন বহুতল শপিং কমপ্লেক্স ভবনের সামনের দেওয়ালে বঙ্গবুন্ধুর একটি প্রতিকৃতি স্থাপন করেন। এতে শহরবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

ক্ষোভ প্রকাশ করে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা সোহেল রানা জানান, জাতির পিতা বঙ্গুবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান আমাদের দেশ স্বাধীন করেছেন। তার ম্যুরাল ভাঙার ঘটনাটি বড় অন্যায় ও খুবই দুঃখজনক।

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি হাজী রবিউল ইসলাম ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়ে বলেন, সামান্য অর্থের লোভে হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে বর্তমান চেয়ারম্যান সদর উদ্দিন খান বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিন্দন ম্যুরাল ভেঙে চরম অপরাধ করেছেন। ধৃষ্টতাপূর্ণ এই অপরাধের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপসহ বিচার প্রার্থনা করেন।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সদর উদ্দিন খানের বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করা হলেও পাওয়া সম্ভব হয়নি।

তবে জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জয়নুল আবেদিন সত্যতা স্বীকার করে জানান, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অবগত নই। তবে সৌন্দর্যবর্ধনে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নির্দেশে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালটি ভাঙা হয়েছে বলে তিনি জানান।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজা জানান, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল অপসারণ কিংবা স্থাপনের ক্ষেত্রে ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের অনুমতি বাধ্যতামূলক। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, গত ২০১৯ সালে বঙ্গবন্ধুর এই ম্যুরালটি প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়।

সংশোধনী

২০ নভেম্বর মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকা ও অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে ‘মেহেরপুর-১ আসনে রবিবারে যারা মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন তাঁরা হলেন- জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীনের ছেলে তানভির আহমেদ ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আমজাদ হোসেন।’

একটি দায়িত্বপূর্ন ও নির্ভরযোগ্য সুত্র দলীয় মনোনয়ন ফর্ম কেনার বিষয়গুলি নিশ্চিত করার পর মেহেরপুর প্রতিদিনে নিউজটা প্রকাশ করা হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিউজে প্রকাশিত নাম গুলির মধ্যে আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস ও আমাম হোসেন মিলুর নাম প্রকাশ নিয়ে আপত্তি দেখে সত্যতা নিশ্চিত করতে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস ও আমাম হোসেন মিলুর সাথে ফোনে যোগাযোগ করলে তারা নিশ্চিত করেন যে আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস ও আমাম হোসেন মিলু মনোনয়ন ফর্ম কেনেন নি।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক বলেন, ‘আমি আমার নির্বাচনী এলাকা মেহেরপুর-২ (গাংনী) নিয়ে ব্যস্ত আছি। মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়নপত্র উত্তোলন সম্পর্কে সঠিক তথ্য আমার জানা নেই। তবে নমিনেশন তুলেছেন এমন কথা তারা আমাকে বলেনি।’

আমাম হোসেন মিলু বলেন বলেন, ‘আমি দলীয় মনোনয়ন ফরম কিনি নাই এবং আমার জানা মতে আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসও মনোনয়ন ফর্ম কেনেন নাই।

আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস মেহেরপুর প্রতিদিনে ফোন করে নিশ্চিত করেছেন তিনি মনোনয়ন ফর্ম উত্তোলন করেননি।

সুত্রে থেকে প্রাপ্ত তথ্যে ভুল থাকায় মেহেরপুর প্রতিদিন আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

মেহেরপুর সদর উপজেলার চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলামের পদত্যাগ

ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করলেন অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম। তিনি মেহেরপুর জেলা অওয়ামী লীগের সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আজ ২০ নভেম্বর সোমবার তিনি স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব বরাবর এ পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছেন আজ থেকে তিনি এ পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। বলে পত্রে জানিয়েছেন। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে তিনি এ পদত্যাগ করেছেন বলে পত্রে জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।

মেহেরপুরে ২য় দিনে মনোনয়ন কিনেছেন আরও ১০ জন

আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রির প্রথম দুদিনে মেহেরপুরের দুটি আসনে নৌকার মাঝি হতে ২৪ জন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।

প্রথম দিন শনিবারে মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে ফরম সংগ্রহ করেছেন ৭ জন এবং দ্বিতীয় দিন রবিবারে ফরম সংগ্রহ করেছেন আরও ৬ জন।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে ১ম দিনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম

সংগ্রহ করেছেন ৭ জন এবং ২য় দিনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন আরও ৪ জন। এ নিয়ে দুদিনে দুটি আসনে ২৩ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।

মেহেরপুর-১ আসনে রবিবারে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন তাঁরা হলেন-জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস, সহসভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীনের ছেলে তানভির আহমেদ, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আমজাদ হোসেন।

এর আগে মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করেছেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলী, আব্দুল মান্নান (ছোট), অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন।

মেহেরপুর-২ আসনে রবিবারে আওয়মী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল আলম স্বপন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নুরজাহান বেগম, গাংনী উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রাশিদুল হক জুয়েল, সাবেক অতিরিক্ত সচিব আশরাফুল আলম।

আগের দিন মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করেন, বর্তমান সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন, সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. শফিকুল আলম, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. নাজমুল হক সাগর, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেসুর রহমান মকুল, সাবেক ছাত্র নেতা রিয়াজ উদ্দিন।

কুষ্টিয়া-২ আসনে নৌকার

মনোনয়ন কিনলেন কামারুল আরেফীন

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গত শনিবার সকাল থেকেই মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এরই ধারাবাহিকতায় কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে প্রার্থী হতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করলেন দেশসেরা উপজেলা চেয়ারম্যান মিরপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন।

গতকাল রবিবার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে অবস্থিত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন তিনি।

আর্তমানবতার সেবা ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইতিমধ্যে তিনি দলীয় নেতাকর্মী ও এলাকাবাসীর আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে সফল জননেতা হিসেবে উপজেলাবাসীর কাছে সমাদৃত তিনি।

কামারুল আরেফীন বলেন, ছাত্রজীবন থেকে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। দীর্ঘদিন ধরে দলকে সুসংগঠিত করার পাশাপাশি মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে আসছি। বিপদ-আপদে সব সময় এলাকাবাসী ও দলীয় নেতাকর্মীদের পাশে ছিলাম। সাহায্য সহযোগীতা করছি গরিব দুঃখী, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে। সেবার পরিধি বাড়াতে দলীয় নেতাকর্মী ও এলাকাবাসীর অনুরোধে এমপি হওয়ার লক্ষে কাজশুরু করেছি। আমার দৃঢ বিশ্বাস দল আমাকে মনোনয়ন দেবেন। শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নয়, এমপি হতে পারলে অবেহেলিত মিরপুর উপজেলার প্রত্যান্ত অঞ্চলেও উন্নয়নের সারথী হয়ে এই উপজেলাকে একটি উন্নয়নের মডেল হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন কাজের সহযোগী হয়ে মিরপুর-ভেড়ামারাকে স্মার্ট আসন হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করতে চাই। এ কারণেই মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছি। আমি বিশ্বাস করি দলের প্রতি আমার অবদানের কথা বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে মনোনয়ন দেবেন।’

তিনি আরও বলেন, ’প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় থাকায় সাধারণ মানুষ আজ নানান সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। বাংলাদেশের উন্নয়ন হচ্ছে। তাই আগামী নির্বাচনে শেখ হাসিনা সরকারের মনোনীত নৌকার প্রার্থীকে ভোট দিয়ে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। জনগণের

ভাগ্য পরিবর্তন করে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শেখ হাসিনার অগ্রণী ভূমিকা আছে। আর বর্তমান দেশের উন্নয়নের গতিশীলতা জনগণের কাছে দৃশ্যমান। দেশের উন্নয়নে আওয়ামী লীগকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে।’

মিরপুর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আসলাম আরেফীন সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ জানান, কামারুল আরেফীন মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী একজন সমাজ হিতৈষী সাদা মনের মানুষ। ধর্মীয় কাজ ও শিক্ষা বিস্তারে রয়েছে তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ। তিনি দীর্ঘদিন ধরে সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করছেন। মিরপুর ও ভেড়ামারা দুইটি উপজেলা নিয়ে একটি আাসন। এই উপজেলার ভোটার সংখ্যা বেশি অথচ ভেড়ামারা উপজেলা ভোটারের সংখ্যা কম হলেও সেখান থেকে এমপি নির্বাচিত হয়ে থাকে। তাই এবারে এই মিরপুর উপজেলা বাসী চান কামারুল আরেফীন এমপি হিসেবে নির্বাচিত হোক। শুধু তাই নয়, তিনি এমপি হলে অবহেলিত জনপথটির আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়ন ঘটবে বলেও জানান তারা।

চুয়াডাঙ্গা ২ আসনে মনোনয়ন তুললেন ১৪ জন আওয়ামীলীগ নেতা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য দলীয় মনোনয়ন ফরম কিনলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনে আওয়ামীলীগের ১৪ জন নেতা।

জানাগেছে ১৮ নভেম্বর আওয়ামীলীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু করেছে দলটি। গত দুই দিনে দলীয় মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আজাদুল ইসলাম আজাদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ও বর্তমান পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এস এম জাকিরিয়া আলম, জীবননগর উপজেলা

আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল লতিফ অমল, সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় উপ কমিটির ত্রান ও সমাজকল্যাণ সদস্য, চুয়াডাঙ্গা জেলা সমিতির সাধারন সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর্জা শাহারিয়ার মাহমুদ লন্টু, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ সভাপতি নজরুল মল্লিক, দৈনিক সকালের সময়ের সম্পাদক নৃর হাকিম, কৃষি সম্পাসারন মন্ত্ররালয়ের সাবেক মহাপরিচালক হামিদুর রহমান, কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য এ্যাডভোকেট শাহারিয়ার কবির, সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি আবু বক্কর, কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের উপ কমিটির তথ্য ও গবেষনা বিষয়ক সদস্য সাদেকুর রহমান বকুলসহ ১৪ জন।

এদের মধ্যে কে পাবে দলীয় মনোনয়ন কে বসবেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের ক্ষমতা সিংহাসনে তা নিয়ে এলকায় চলছে আলোচনা সামালোচনা। কে সে ভাগ্যভান এখন শুধু দেখার পালা।

চুয়াডাঙ্গায় যুব মহিলা লীগের অবস্থান কর্মসূচি ও শো ডাউন

বিএনপি-জামায়াতের ডাকা অবরোধের নাশকত ঠেকাতে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি আফরোজা পারভীনের নেতৃত্ব অবস্থান কর্মসূচি পালন ও শো ডাউন করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগ।

গতকাল রবিবার সকাল ৯ টা থেকে নেতা-কর্মীদের নিয়ে অবস্থান কর্মসূচি ও ভ্যানযোগে নেতাকর্মীদের নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় বড় বাজার কোর্ট মোড় একাডেমি মোড় রেল স্টেশন এলাকায় সারা দেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি জামায়াতয়ের ডাকা অবরোধ কর্মসূচি বানচান করার জন্য এবং সাধারণ মানুষ ভয় না পেয়ে যাতে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে এই জন্য উৎসাহিত করেন এবং জেলার বিভিন্ন স্থানে শো ডাউন করেন জেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দের।

অবস্থান নেওয়া চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী আফরোজা পারভিন

বলেন, বিএনপি-জামায়াত হরতাল, অবরোধ ও সমাবেশের নামে যাতে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সাধন, রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিনষ্ট এবং ধ্বংসাত্মক অপতৎপরতা নামে নির্বাচন বানচাল করা সহ তারা দেশকে একটি অস্থিতিশীল অবস্থায় নিয়ে যেতে চায়। আমরা তাদের এই সহিংসতার বিরুদ্ধে, জনগণের জানমাল রক্ষায় শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি। কোনো ধরনের সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পাশাপাশি চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগ ও সর্বস্তরের নেতাকর্মী সমর্থকদের সর্বাত্মক সতর্ক অবস্থানে থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান তিনি। শো ডাউন শেষে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের কার্যালয়ের সামনে নেতাকর্মীদের নিয়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভীন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন, আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, পূর্ণিমা হালদার, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, মিমি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, সাকিব শেখ , মাহফুজ, আকাশ, কুতুব, রিপন, শাওন, সিফাত, জিরান, সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ।